124

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JUN. 1 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

প্রসঙ্গঃ শিক্ষা ও শিক্ষক

বিগত ২৩/৫/৯৯ইং তারিখের দৈনিক ইত্তেফাক-এ প্রকাশিত উপরোক্ত সম্পাদকীয়ের জন্য ইত্তেফাক কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষা নিয়া ব্যস্ত থাকিলেও মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়া কাহারও কোন মাথাব্যথা আছে বলিয়া মনে হয় না। এই রূপ পরিস্থিতিতে মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়া ইত্তেফাক কর্তৃপক্ষের সম্পাদকীয় প্রকাশ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এই ধরনের উদ্যোগ মাধ্যমিক শিক্ষার দুর্নীতি ও নৈরাজ্য দূরীকরণের সহায়ক হইবে বলিয়া মনে করি। এই বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিমত ও অভিজ্ঞতা নিম্নে বর্ণনা করিলাম ঃ

(১) মাধ্যমিক শিক্ষার মান কেবল শিক্ষকদের উপর নহে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরের সততা ও দক্ষতার উপরও অনেকাংশে নির্ভরশীল। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরের অনিয়ম, অদক্ষতা ও অযোগ্যতাও মাধ্যমিক শিক্ষার সৃষ্টিশীলতা ও উৎপাদনশীলতা ধ্বংসে ভূমিকা রাখিয়াছে।

(২) মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী চাকুরী বিধিসহ সকল বিধি-বিধান প্রায়শ লংঘন করা হয়। সব-কিছু তদ্বিরের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষকদের প্রায় সকল প্রাপ্য তদ্বির ও উৎকোচের মাধ্যমে আদায় করিতে হয় বলিয়া শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষাদানের ব্যাপারে আন্তরিকতার ঘাটতি দেখা দেয়। মফস্বল এলাকায় সরকারী দল ও বেসরকারীদলসহ ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবকগণ নকলের সুযোগ-সুবিধা বহাল রাখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় এবং যে শিক্ষক পরীক্ষার হলে নকল সরবরাহ করেন না বা নকলে বাধা প্রদান করেন সেই শিক্ষককে ঐ এলাকার শত্রু হিসাবে গণ্য করা হয় এবং তাঁহাকে দৈহিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয়। এই রূপ পরিস্থিতিতে শিক্ষকগণ নকল প্রতিরোধ করিবেন কোন সাহসে? দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিতে যাইয়া পুলিশের একজন এস,আই, নিহত হইলে যেখানে তাহার পরিবার কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পায়, তবে নকল ধরিতে গিয়া একজন শিক্ষক/অধ্যাপক লাঞ্ছিত হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার বিচারটাও হয় না।

(৩) পূর্বেই বলিয়াছি শিক্ষাক্ষেত্রে বিপর্যয় ও অব্যবস্থাপনার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষা অধিদপ্তর ও পরিদপ্তর অনেকাংশে দায়ী। এইসব প্রতিষ্ঠানে সৎ, দক্ষ, কর্মঠ, মেধাবী, অভিজ্ঞ ও সর্বোপরি দেশপ্রেমিক ব্যক্তিগণকে নিয়োগ করিলে শিক্ষার বিপর্যয় ও অব্যবস্থাপনা রোধ করা যাইতে পারে।

(৪) ছাত্র-ছাত্রিগণ প্রাইভেট পড়িয়াও ব্যাপক সংখ্যায় ফেল করিতেছে। ইহার কারণ পাঠ্যবইগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট নীরস, কঠিন ও দুর্বোধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া। ইহাছাড়া সময়মত বই-পুস্তক না পাওয়া, শিক্ষক সংকট, নিত্য নতুন সিলেবাস প্রণয়ন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত সিলেবাস হঠাৎ পরিবর্তন, ইত্যাদি কারণেও নকল প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

মাধ্যমিক শিক্ষার সৃষ্টিশীলতা ও উৎপাদনশীলতা পুনরুদ্ধার করিতে চাহিলে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ জরুরীভিত্তিতে গ্রহণ করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।

(১) শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষা অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরগুলিকে দক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত করিতে হইবে এবং একই স্থানে আজীবন চাকুরী করার বর্তমান ব্যবস্থা রহিত করিতে হইবে।

(২) স্বতন্ত্র মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং বি,সি,এস (মাধ্যমিক শিক্ষা) ক্যাডার সৃষ্টি করিতে হইবে।

(৩) সহকারী শিক্ষকগণকে প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড পদমর্যাদা এবং উন্নততর বেতন স্কেল দিতে হইবে।

(৪) সরকারী চাকুরী বিধি লংঘন করিয়া শিক্ষা অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরে ঘুষ দিয়া ৯০ ভাগ শিক্ষকই আজীবন নিজস্ব এলাকায় চাকুরীর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। নিজস্ব এলাকায় চাকুরী করার কারণে এইসব শিক্ষক বিদ্যালয়ে পড়ানোর পরিবর্তে নিজস্ব ব্যবসায় বাণিজ্য, ক্ষেতখামার, রাজনীতি নিয়া ব্যস্ত থাকার সুযোগ পান। এমন কি প্রধান শিক্ষকও ইহাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার সাহস পান না। কোন শিক্ষক যাহাতে নিজস্ব এলাকায় চাকুরী করিতে না পারেন– তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং তিন বৎসর পর পর শিক্ষকদের অন্যত্র বদলীর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৫) শিক্ষক ও কর্মচারীদের টাইম স্কেল, ইবি ক্রস, মেডিকেল লিভ, ম্যাটারনিটি লিভ, শ্রান্তি বিনোদন ছুটি মঞ্জুর ও ভাতা উত্তোলনের ক্ষমতা প্রধান শিক্ষকগণকে অর্পণ করিতে হইবে।

(৬) কোন শিক্ষক-কর্মচারীকে শাস্তিমূলক বদলি করিতে হইলে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হইবে।

(৭) শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষা অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরের সীমাহীন ঘুষ-দুর্নীতি প্রতিরোধ কল্পে একটি শক্তিশালী সংস্থা গঠন করিতে হইবে।

প্রণব কুমার দেব,
সহকারী শিক্ষক,
উলফাতুন্নেছা সরকারী বালিকা
উচ্চ বিদ্যালয়
বকশীগঞ্জ, জামালপুর।